بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৬ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইরান-ইসরাঈল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের করণীয় কী সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন এবং এ প্রেক্ষাপটে আহমদীদের কাছে বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানান ।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) যে বাণী নিয়ে এসেছেন এর উদ্দেশ্য হলো, এক খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা আর মুসলমানরা এক উম্মত হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকা। তবে দুঃখের বিষয় হলো, সবাই এক কলেমায় বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও আজ আমরা একতাবদ্ধ নই। আমরা যে শিক্ষা প্রচারের দাবি করি তার প্রতি আমলকারী নই। পরিণামে আমরা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখতে পাই। যদিও অনেক মুসলমান দেশের কাছে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু ক্ষমতাধর পরাশক্তির কাছে তাদের তেমন কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই আর ধর্মের উন্নতিকল্পে তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকাও নেই আর ইসলামি শিক্ষার প্রতি আমলের ক্ষেত্রেও তাদের বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। এ কারণেই অমুসলমানরা এর সুযোগ নিয়ে থাকে। কাজেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত, মুসলমান উম্মত হিসেবে এক হয়ে থাকা; তবেই আমরা বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবো এবং আমরা আমাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারব। এজন্য আমাদের এটিও ভেবে দেখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে সেই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন কী? জ্বি করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এ উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, ইউরোপের দেশগুলো তো মন্দ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেই, কিন্তু ইসলামী দেশগুলোও এই অস্থিরতা এবং নৈরাজ্যের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রথমে ইসলামী দেশগুলোকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত করেছে আর এখন তাদের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের বোঝা উচিত, এই দাজ্জালী শক্তিগুলো কখনোই আমাদের মুসলমানদেরকে ঐক্য ও সম্প্রীতির সাথে থাকতে দেবে না। তাদের মূল এজেণ্ডাই হলো, মুসলমানদের মধ্যে সবসময় বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে রাখা। আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো ইসলামী রাষ্ট্রে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। কিন্তু কেন? এসব কি ঐ দেশগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে? আরব দেশগুলোর কিসের আশঙ্কা ছিল? বাস্তবিক অর্থে এই পরাশক্তিগুলো নিজেরাই নানা বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং পরবর্তীতে মুসলমান দেশগুলোকে এই ধারণা দিয়েছে যে, তোমাদের জন্য হুমকি রয়েছে; তাই তোমাদের নিরাপত্তার জন্য এসব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অথচ যাদের পক্ষ থেকে মুসলিম দেশগুলোর প্রকৃত বিপদ রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এই সামরিক ঘাঁটিগুলো কখনো ব্যবহারও করা হবে না।

ইরান তো সবসময়ই ঐ দেশগুলোর কাছে একটি অস্বস্তিকর বিষয় ছিল। একদিকে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ইরানের নীতি ছিল তুলনামূলকভাবে কঠোর, অন্যদিকে ইসলামী দেশের সাথে তাদের আকীদাগত মতভেদও ছিল। এসব বিষয়কে পরাশক্তিগুলো কাজে লাগিয়েছে এবং

এই অঞ্চলে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। এসব সামরিক ঘাঁটির কারণেই আরব দেশগুলোর ওপর আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আক্রমণ হয়েছেও। সেই আক্রমণের ফলে আজ তাদের নিজেদের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে নিপতিত। এই পরিস্থিতির উপকারিতা কেবল ঐ পরাশক্তিগুলোরই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে। এক আরব সাংবাদিক গতকালই লিখেছে, আরবের দেশগুলোর সতর্ক থাকা উচিত। কেননা, এসব আক্রমণ যা ইরান করছে বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলো ইরান করছে না বরং আমেরিকা ও ইসরাঈল নিজেরাও করতে পারে। যদি ইরান করেও থাকে তথাপি তারা এটিকে কাজে লাগিয়ে এখন আরও জোরালো আক্রমণ করবে। আর কোনো কোনো দেশে আক্রমণের বিষয়ে ইরান অস্বীকারও করেছে। আর সে এটিও লিখেছে, হতে পারে এক সময় গিয়ে আমেরিকা ও ইসরাঈল এ যুদ্ধ থেকে সরে যাবে এবং মুসলিম বিশ্ব পরস্পর লড়াই করতে থাকবে, যেমনটি তারা চায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইরাক যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, **এই অশান্তি ও নৈরাজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।** পরিতাপ! মুসলিম দেশগুলো যদি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত! যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কোনো তকদীর কার্যকর না হলে বাহ্যত এই যুদ্ধ সহসাই থেমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে, এর জন্য তাদেরকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদেরও এর জন্য দোয়া করা উচিত। কাজেই, আমাদের এখন এটিই কাজ আর আমরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদেরকে এবং অমুসলিমদেরকে যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছি, কেননা এই যুলুম যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মনে হয়, ব্যাপক পরিসরে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বরং কোনো কোনো পশ্চিমা বিশ্লেষকের মতে তো বিশ্বযুদ্ধ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমিও বলি, এটি শুরু হয়ে গেছে। তবে এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব প্রজ্ঞার সাথে কাজ করে তবে তারা দাজ্জালের নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ চলছে, বলা হয়, আমেরিকা ইরানের ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু ইরান আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল, যদি তাদের ওপর আক্রমণ করা হয় তবে তারা আরব দেশগুলোতে স্থাপিত আমেরিকান সামরিক ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হানবে এবং বাস্তবে তাই ঘটেছে। তারা **'রেজিম চেইঞ্জ'**-এর স্লোগান দিয়েছিল, কিন্তু এতে কী লাভ হলো? খামেনী সাহেব তো শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর পরিবারকেও হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা কীভাবে রেজিম পরিবর্তন সম্ভব ছিল? বরং তাঁর জাতি আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে।

আমেরিকা এখন হুমকি দিচ্ছে, ইরান যদি সৌদি আরবের অমুক তেলসমৃদ্ধ এলাকায় আক্রমণ করে তাহলে আমরা এটি করব, আবার কোথাও বলেছে, তারা আক্রমণ করেছে তাই আমরাও এই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করব। তখন ইরান স্পষ্টভাবে বলেছে, আমরা এই আক্রমণ করিনি, আর আমাদের এরূপ কোনো পরিকল্পনাও নেই। এটি মূলত এক মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্য মুসলমানের হৃদয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টির এক গভীর ষড়যন্ত্র। যুদ্ধ তো আগে থেকেই শুরু হয়েছে, এটি ঘৃণাকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা। হতে পারে তারা নিজেরাই ক্ষতি করে ইরানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমান দেশগুলোর খুবই সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর নিজস্ব প্রতিরক্ষাশক্তি তেমন একটা নেই; তাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা পশ্চিমা শক্তিগুলোর ওপর। তদুপরি এই যুদ্ধ এখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আরব শক্তিগুলো একদিকে যেমন তেলের কূপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, অন্যদিকে এই যুদ্ধে আমেরিকান প্রতিরক্ষা সুবিধা লাভ করার জন্যও তাদের

ব্যয় বহন করতে হবে। এর ফলে আরব বিশ্বের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পূর্ববর্তী আমেরিকান সরকারগুলোর নীতিরই অনুসরণ করছে। এটি আজকের নতুন নীতি নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নীতি এই যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঐ অঞ্চলের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং তার জন্য যে কোনো অজুহাত উপস্থাপন করা। আর যে দেশ তাদের সাথে সায় দেয় না তার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির পথ অবলম্বন করা হয়। অতএব, যেখানে ন্যায়বিচার থাকে না, সেখানে অবশেষে ধ্বংস নেমে আসে। তারা শত শত শিশু ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। এটি কেমন যুদ্ধ, যেখানে শিশুদের বিদ্যালয়ের ওপর বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসা করার মতোও কেউ নেই।

হুযূর (আই.) এরপর ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরে বলেন, পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে, **"যদি মু'মিনদের দুটি দল পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। মীমাংসা হওয়ার পরও যদি তাদের মধ্যে কোনো একটি দল অপরটির ওপর আক্রমণ করে তবে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে সবাই মিলে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। আর যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে তখন ন্যায় ও সুবিচারের সাথে তাদের মধ্যে পুনরায় মীমাংসা করে দাও।"** অতএব, এটি এমন এক নির্দেশ যা বিশ্বশান্তির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর মুসলমানদের জন্য তো এর গুরুত্ব অপরিসীম। মীমাংসা করানোর সময় ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়; বরং মূল সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা উচিত। কাজেই, আমরা যদি এখন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে, নিজ দেশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দাজ্জালি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, তবেই আমরা রক্ষা পাবো। তাই প্রত্যেক মুসলমান দেশের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন, **মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই**। যদি মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ থেকেও থাকে তাদের স্মরণ রাখা উচিত, পারস্পরিক মূল সম্পর্ক হলো, ইসলামী ভাতৃত্বের। এ বিষয়ে ইসলামী দেশগুলোর বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। **এছাড়া আমাদের করণীয় হলো, দোয়া করা। বিশেষ করে রমযান মাসে কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যই দোয়া না করে, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মতের জন্য এবং বিশ্বের শান্তির জন্য দোয়া করা উচিত**। আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করে দিন যেন বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। প্রথমত, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা **সাহেবযাদী আমাতুল জামিল সাহেবা**। দ্বিতীয়ত, হল্যাণ্ডের ডাক্তার **রশিদ আহমদ খান** সাহেব। তৃতীয়ত, পাকিস্তানের বশীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী **মুকাররমা যয়নব বিবি সাহেবা**। একইসাথে হুযূর (আই.) তাদের ক্ষমা ও জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্যও দোয়া করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)